ঝিনাইদহে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১ আহত ৩

ঝিনাইদহ-মাগুরা মহা সড়কের চারমাইল নামক স্থানে সড়কের পাশে বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ধান বোঝায় একটি ট্রাকে বাসের ধাক্কায় ট্রাকের হেলপার আলিমুল ইসলাম (২৬) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে চালকসহ আরও ৩ জন।

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) ভোরে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলিমুল ইসলাম নড়াইল সদর উপজেলার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের পাঁচমাইল এলাকায় একটি ধানবোঝায় ট্রাক বিকল হয়ে গেলে রাস্তাায় রেখে মেরামত করছিলো ট্রাকের হেলপার ও চালক। সেসময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে যশোরের চৌগাছাগামী মামুন পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস কুয়াশার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটির পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ট্রাকের হেলপার আলিমুল মারা যান। আহত হয় গাড়ির চালক ও যাত্রীসহ ৩ জন।

ঝিনাইদহ আরাপপুর হাইওয়ে থানার এস আই ইয়াছির আরাফাত বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। আহতদের ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। কুয়াশা আর অতিরিক্ত গতির কারণে এ দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে সরিষার তেলে পোড়া মবিল মেশানোর ঘটনায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড

ঝিনাইদহে প্রসিদ্ধ সততা অয়েল মিলের সরিষার তেলে শত্রুতাবশত পোড়া

মবিল মেশানোর ঘটনায় শহরের খন্দকার পাড়ার বাসিন্দা মৃত তোজাম বিশ্বাসের ছেলে ও নতুন হাটখোলার সোনালী তোতা অয়েল মিলের কর্মচারী আশরাফুল ইসলাম ওরফে আশরাফ মিস্ত্রিকে আজ যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে ঝিনাইদহের একটি আদালত।

মামলার সূত্রে জানা যায়, ২০১০ সালের ১৬ ডিসেম্বর মধ্য রাতে ঝিনাইদহের হামদস্থ শেরে বাংলা অয়েল এন্ড রাইস মিলের মালিক আঃ মালেক ও কালীচরণপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমানের পরিকল্পনা ও প্রত্যক্ষ মদদে ব্যবসায়ী নওশের আলীকে ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সততা অয়েল মিলসের ১২ ড্রাম সরিষার তেলের মধ্যে পোড়া মবিল মিশিয়ে দেই এই আসামী আশরাফ সহ আরো পাঁচজন। ঐ সময় ঘটনাটি সারা শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এ ঘটনায় বাদী হয়ে নওশের আলী ঝিনাইদহ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। যা পরবর্তীতে এজাহার হিসেবে (মামলা নম্বর এসটিসি-৮৩/১১) রেকর্ড হলে, মামলার আইও এসআই আজিজুর রহমান তদন্ত করে ৭জনকে আসামী করে অভিযোগ পত্র দেন। মামলা চলাকালীন সময়ে ২০২১ সালে হাফিজ চেয়ারম্যান মারা যান। ১৪ বছরের দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আজ মামলার রায় প্রদান করেছেন ঝিনাইদহ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-১ এর বিচারক মোঃ মাহবুব আলম। রায়ে তিনি স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট-১৯৭৪ এর ২৫(গ) ১(ক) ধারায় দোষী সাবস্ত করে আসামী আশরাফ কে যাবজ্জীবন (১৪ বছর) কারাদন্ড দিয়েছেন।

মামলার বাদী মরহুম নওশের আলীর পুত্র সততা অয়েল মিলসের বর্তমান সত্বাধিকারী মিরাজ জামান রাজ জানান, রায়ে তিনি আংশিক সন্তুষ্ট। তবে মূল পরিকল্পনাকারী অর্থদাতা শেরে বাংলা অয়েল এন্ড রাইস মিলের মালিক আব্দুল মালেক সহ সহযোগী আসামীরা খালাস পেয়েছেন বলে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন অন্যান্য আসামীদেরও ছাড় দেয়া হবেনা, তাদেরও শাস্তি নিশ্চিতের জন্য তিনি উচ্চ আদালতে আপীল করবেন।

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি বিক্রির অভিযোগ সভাপতি ও ইমামের বিরুদ্ধে

ঝিনাইদহে মসজিদের জমি ইমাম ও মসজিদ কমিটির কথিত সভাপতির বিরুদ্ধে গোপনে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে গত বুধবার বিকালে এলাকার লোকজন ও মসজিদ কমিটির লোকজন মিটিং করে ইমামকে চাকরিচ্যুত ও সভাপতিকে অপসারণ করেছে।

ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের।

আমেরচারা বাজারের দোকান মালিক সদস্যরা জানিয়েছেন, আমেরচারা বাজারে অবস্থিত বাইতুল মামুর জামে মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম ও মসজিদ কমিটির সভাপতি সদর আলী এই মসজিদের নামে রেজিস্ট্রি ১৬ শতক জমি সানা উল্লাহ নামে এক প্রবাসীর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যদের না জানিয়ে বিক্রিত জমি ক্রেতার নামে মসজিদের পক্ষে রেজিস্ট্রিও করে দিয়েছেন সদর আলী। মোটা টাকা ঘুষের মাধ্যমে সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেআইনীভাবে এই রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে বলেও অভিযোগ তুলছেন ভুক্তভোগীরা।

মসজিদের মৌখিক কমিটির সভাপতি সদর মন্ডল দাতা হিসেবে এই জমি সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে জমির দলিলে স্বাক্ষর করেছেন(দলিল নং- ১০৯৪০/২৫)। দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম(সনদ নং-৭২) এই দলিল প্রস্তুত করেন এবং সাবরেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন এই দলিল রেজিস্ট্রি করেন।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী আরজান আলী জানান, সাগান্না গ্রামের মরহুম শুকুর আলীর তিন ওয়ারিশ সুফিয়া খাতুন, আলেয়া পারভীন ও শাহীনা পারভীন ৪৩ নং সাগান্না মৌজার ২৫-১৯৫৬ খতিয়ানের ২১২২ দাগের ১৬ শতক ধানী জমি মসজিদের নামে দান পত্র করে দেন ২০২৩ সালের ৪ জুলাই। এই জমি গোপনে মসজিদ কমিটির অন্য কাউকে না জানিয়ে সভাপতি সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম মিলে গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখে প্রবাসী সানা উল্লা নামের এক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের না জানিয়ে একটি রেজুলেশন তৈরি করেছেন সদর আলী ও ইমাম রবিউল ইসলাম যা মসজিদের

রেজুলেশন খাতায় অন্তুর্ভুক্ত নেই। নতুন দলিলে জমির মূল্য ধরা হয়েছে ২ লাখ ৯৪ হাজার। কিন্তু মসজিদ ফান্ডে এই টাকা জমা হয়নি।

জমি ক্রেতা সানা উল্লার পিতা আকবার আলী বলেন, ২০২০ সালে মসজিদ কমিটির তৎকালীন সভাপতি-সেক্রেটারির কাছ থেকে তিনি ১ লাখ ২০ হাজার টাকায় এই জমি কিনেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও রেজিস্ট্রি করে দিচ্ছিল না।

গত সেপ্টেম্বর মাসে আমার ছেলের নামে মসজিদ কমিটির বর্তমান সভাপতি সদর আলী দাতা হিসেবে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন।

আকবার আলী ২০২০ সালে এই জমি কেনার কথা বললেও অনুসন্ধান করে জানাগেছে, ২০২৩ সালের ৪ জুলাই ৮৯৭০ নং দলিলে আলেয়া পারভীন, শাহীনা পারভীন ও সুফিয়া খাতুন মসজিদকে এই জমি দান করেন।

আরজান আলী জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ১ জুনের পরে মসজিদের আর কোন রেজুলেশন হয়নি। কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে রেজুলেশন খাতা তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আগের কমিটি ভেঙে দিয়ে মৌখিক ভাবে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে সভাপতি হন সদর আলী এবং আমি পূনরায় সেক্রেটারী নির্বাচিত হই। এর আগের কমিটিতে সভাপতি ছিলেন মিজানুর রহমান নামের আরেক ব্যক্তি। নতুন কমিটি গঠনের পরে কোন রেগুলেশন করা হয়নি। রেজুলেশন খাতা বের করে তিনি প্রমাণও দেখান।

সদর আলী বলেন, সমস্যা মিটে গেছে। বুধবার মিটিং হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে জমি ক্রেতাকে টাকা ফেরত দেয়া হবে। কাউকে না জানিয়ে গোপনে কেন রেজিস্ট্রি করে দিলেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি অল্প কিছুদিন সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছি। এই জমি অনেক আগের কমিটির সভাপতি-সেক্রেটারি মিলে বিক্রি করে রেখে গেছে। আমি কয়েক মাস দায়িত্ব নিয়েছি। ক্রেতা আমাদের কাছে জমি রেজিস্ট্রির দাবি তুললে কমিটির অন্য সবাই বলেছিল জমির সমস্যার সমাধান করা হবে। কিন্তু কোন রেজুলেশন করা হয়নি বলেও তিনি স্বীকার করেন।

মসজিদের ইমাম রবিউল ইসলাম অভিযোগের বিষয়ে কোন বক্তব্য দিবেন না বলে জানান। তার যা বক্তব্য তা মিটিংয়ে সবার সামনে বলবেন বলে জানান।

দলিল লেখক আমিনুল ইসলাম ভুয়া রেজুলেশনে জমির রেজিস্ট্রির সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আমার কাছে মসজিদের ইমাম ও সভাপতি এসে যে কাগজ

পত্র দিয়েছে সেই আলোকে আমি দলিল প্রস্তুত করেছি। তবে আমিও পরে বুঝতে পেরেছি রেজুলেশনটি ভুয়া।

তবে ঝিনাইদহ সদর সাব রেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন বলেছেন, একটি রেজুলেশনের ভিত্তিতে জমি রেজিস্ট্রি করেছি। এই রেজুলেশন সঠিক না ভুল সেটা আদালত প্রমাণ করবে। তবে এই দলিল রেজিস্ট্রির সাথে অনৈতিক লেনদেনের অভিযোগটি সঠিক নয় বলে তিনি দাবি করেন। দলিল লেখক অনিয়ম ও অসত্য তথ্য উপস্থাপন করলে তার লাইসেন্স বাতিল করা হবে।

ঝিনাইদহে পরিসংখ্যান দিবস পালিত

‘সবার জন্য মানসম্মত পরিসংখ্যান’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে বিশ্ব ও জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালিত হয়েছে।

জেলা পরিসংখ্যান অফিস ও জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার (২০অক্টোবর) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বেলুন উড়িয়ে দিবসটির উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। পরে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুবীর কুমার দাশ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজ হোসেন, জেলা পরিসংখ্যান অফিসের উপ-পরিচালক আব্দুল আলীম।

বক্তারা বলেন, সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই তথ্য

সংগ্রহে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে এবং মানসম্মত পরিসংখ্যান গঠনে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ঝিনাইদহে ৭ দফা দাবীতে সওজ কর্মচারীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহে ৭ দফা দাবী বাস্তবায়নে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মচারীরা। সোমবার সকালে সড়ক বিভাগের সামনে শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মী ছাড়াও শ্রমিকরা অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি নুরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক টোকন জোয়ার্দ্দার, সহ-সভাপতি সিবলু মিয়া, পৌর শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ইউসুপ হোসেন কাজল, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি তাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, বয়স-শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করে চাকুরী রাজস্বকরণ, মাস্টাররোল শ্রমিক কর্মচারীদের সাময়িক শ্রমিক নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত বন্ধ, ২৭ ও ৭ মামলায় অন্তর্ভূক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের ১ম যোগদানের তারিখ থেকে দ্রুত পেনশন নীতিমালা চুড়ান্তসহ ৭ দফা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবী জানান। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

শৈলকুপায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় একটি মাদ্রাসার দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

রোববার (১৯অক্টোবর) সকালে উপজেলার পদমদী গ্রামের মাদরাসাতুস সুন্নাহ এন্ড ইসলামিক স্কুলের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসী অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে মাদ্রাসার শিক্ষক সাদিক হোসেন, অভিভাবক আবু দাউদ, বুলবুল আহম্মেদসহ শিক্ষার্থীরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচি থেকে অভিযোগ করা হয়, মাদ্রাসার পরিচালক ইমরান হোসেন ও শিক্ষক জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে ৩ ছাত্রকে বলৎকার করার মিথ্যা অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। বর্তমানে তারা কারাগারে আছে। যে কারণে মাদ্রাসার শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে মাদ্রাসার ২ শতাধিক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন। বক্তাদের অভিযোগ, মাদ্রাসাটির কার্যক্রম বন্ধ করতে স্থানীয় একটি মহল এই চক্রান্ত করে মামলা করিয়েছে। তাই দ্রুত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান তারা। এ দাবী মানা না হলে সড়ক অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণারা হুশিয়ারি দেন মানববন্ধনে অংশ নেওয়া অভিভাবক ও শিক্ষকরা।

এক বছর ধরে গান-বাজনা হয় না ঝিনাইদহ শিল্পকলায়

এক সময় সন্ধ্যা হলেই শোনা যেত নূপুরের শব্দ। আবৃত্তিকার গলা চেতিয়ে শোনাতেন বিদ্রোহী কবিতা। শিল্পীর মধুর গানে বুঁদ হয়ে অন্য জগতে হারিয়ে যেতেন দর্শক। নাট্যকারের ব্যস্ততা ছিল মঞ্চ

কাঁপানো সব ঝাঁঝালো অভিনয়ে।
সে সব এখন যেন অতীত। এখন বাজে না নূপুর, হয় না গান, আবৃত্তিকারও খুঁজে পাওয়া যায় না আবেগ আর নাট্যকার, সে তো কবেই হারিয়ে গেছেন। দর্শকদের আনাগোনা ও করতালিতে আর গমগম করে না অডিটোরিয়াম। গ্রীনরুমটাও কাটাচ্ছে নিঃসঙ্গ সময়। ধ্বংসস্তূপের মাঝে পড়ে আছে আধভাঙা মঞ্চ, চেয়ার ও আসবাবপত্রসহ সবকিছু।
এরপর থেকে সেখানে সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের ঘটনার রেশ শুধু আওয়ামী ফ্যাসিবাদের ওপরই পড়েনি, পড়েছে শিল্প ও শিল্পাঙ্গনেও। বলছিলাম ঝিনাইদহ জেলা শিল্পকলা একাডেমির কথা।
জানা যায়, ১৯৯৪ সালের ৫ জুন জেলা শহরের পুরোনো জেলখানা এলাকায় ৪৫০ আসনবিশিষ্ট অডিটোরিয়ামসহ শিল্পকলা একাডেমি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভবন নির্মাণের পর ২০০৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর শিল্পকলা একাডেমির উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ-২ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা প্রয়াত মসিউর রহমান। ধীরে ধীরে শিল্পকলা একাডেমি এ এলাকার শিল্প ও সাহিত্যচর্চার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়।
লালন-পাগলাকানাইয়ের পূণ্যভূমি এ জেলার ২০ লাখ মানুষের শিল্প-সংস্কৃতির ভরসাস্থল এই শিল্পকলা একাডেমি।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, শিল্পকলা ভবনটি বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে পড়ে আছে আধভাঙা মঞ্চ, চেয়ার, আসবাবপত্রসহ সবকিছুই। দেওয়ালজুড়ে ক্ষতের দাগ, পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া চেয়ারগুলো এখন নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট দুপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে দফায় দফায় হামলা চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। অডিটোরিয়ামের ভেতরে ঢুকে চেয়ার, এসি, পর্দাসহ মূল্যবান যন্ত্রপাতিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ভেঙে চুরমার করা হয় কোটি টাকার সাউন্ড সিস্টেম। ফ্যানগুলোও ভেঙে ফেলা হয়। লুটে নেওয়া হয় সিসিটিভিসহ মূল্যবান যন্ত্রপাতি। গণশিল্পী সংস্থার জেলা শাখার সভাপতি আব্দুস সালাম বলেন, এ জেলার সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রাণকেন্দ্র ছিল শিল্পকলা একাডেমি। হামলা- ভাঙচুরের পর থেকে দীর্ঘ আট মাস ধরে সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়েছে। সরকারের উচিত এ বিষয়ে নজর দেওয়া। নইলে লালন-পাগলাকানাইয়ের জন্মভূমি ঝিনাইদহে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়বে।
জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিবাদের ওপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। তাই বলে দেশের অন্যতম একটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলের শিল্পকলা একাডেমিতে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা উচিত হয়নি। এতে এ জেলার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে দ্রুত নজর দেওয়া প্রয়োজন।
জেলা কালচার অফিসার জসিম উদ্দিন বলেন, ওই দিনের ঘটনায় অন্তত দুই কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে শিল্পকলা একাডেমির। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

উল্লেখ করে কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। তাদের দিকনির্দেশনার অপেক্ষায় আছি আমরা।
এবিষয়ে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল আওয়াল বলেন, শিল্পকলা একাডেমির ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। তবে এখনো কোনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। বরাদ্দ পেলেই সংস্কার কাজ শুরু করা হবে।
তিনি আরও বলেন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয়, সেজন্য আমাদের পক্ষ থেকে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহে বেসরকারি শিক্ষকদের কর্মবিরতি ও প্রতিবাদ সমাবেশ

এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ বাড়িভাড়া, ১৫০০টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং ৭৫ শতাংশ উৎসব ভাতা প্রদানের দাবিতে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচী পালনরত শিক্ষকদের উপর পুলিশের হামলা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে ঝিনাইদহের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মবিরতি ও শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল থেকে ঝিনাইদহ সদর, হরিণাকুণ্ডু, শৈলকুপা, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই কর্মসূচী পালন করে। শিক্ষকদের উপরে হামলার প্রতিবাদে হরিণাকুণ্ডুর সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজ, জোড়াদহ কলেজ, প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ, হাজী আরশাদ আলী কলেজ, মানদিয়া আইডিয়াল কলেজ, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াগাছা লাল মোহাম্মদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দখলপুর সিদ্দিকীয়া ফাজিল মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মবিরতিসহ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন পালন করে।

এছাড়া শিক্ষক কর্মচারীদের যৌক্তিক দাবির সাথে একাত্বতা ঘোষণা করেন এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান হরিণাকুণ্ডু আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব মুর্শেদ শাহিন।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য জোটের সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার জানান, এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের জাতীকরণের দাবিতে আমরা গত ৭ অক্টোবর ঢাকাতে একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম। সেখানে আমাদের নেতাদের দাবি ছিলো জাতীয়করণের। তবে শিক্ষকদের দাবি নিয়েই যখন আন্দোলন হচ্ছে সেখানে, তাই অনাকাঙ্খি ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এই শিক্ষক নেতা।

ঝিনাইদহ সদরের আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শাহীন রেজা জানান শিক্ষকদের উপরে হামলার তীব্র নিন্দা জানায় এবং শিক্ষকদের যোক্তিক দাবি বাস্তবায়ন করার জোর দাবি করছি। এছাড়া সদর উপজেলার ঝিনাইদহ কলেজ, উত্তর নারায়নপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাঞ্চননগর স্কুল এন্ড কলেজ, ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ, ফজর আলী স্কুল এন্ড কলেজ, কালীগঞ্জের নুর আলী ডিগ্রি কলেজ, শৈলকুপার গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মিয়া জিন্না আলম ডিগ্রি কলেজসহ জেলার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিনভর স্কুলে উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালন করে। জেলার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের উপরে হামলার প্রতিবাতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করে আন্দোলনকারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করেছে। কর্মবিরতি কালে শিক্ষকরা জানান, তিনদফা দাবি বাস্তবায়ন না হলে তারা ক্লাসে ফিরে যাবেন না। অনেক ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের এই আন্দোলনের সাথে শরিক হন। এ বিষয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল বারী জানান, শিক্ষক কর্মচারীদের উপরে হামলা হলে তারা তো প্রতিবাদ করতেই পারে। এখানে আমাদের কি বলার আছে এ ব্যাপারে সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই হবে।

ঝিনাইদহে তালাবদ্ধ দোকানঘর থেকে স্ত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

ঝিনাইদহে স্বামীর তালাবদ্ধ দোকানঘর থেকে স্ত্রী তাসলিমা খাতুন
(৩৮) নামে এক গৃহবধুর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার

রাতে ঝিনাইদহ শহরতলীর গোপীনাথপুর এলাকার ওই কাঠের দোকানের ভিতর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার পর থেকে তাসলিমা খাতুনের স্বামী লাল মিয়া পলাতক রয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঝিনাইদহ শহরতলীর গোপিনাথপুর গ্রামের কাঠমিস্ত্রী লাল মিয়া ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে একটি দোকান করে ফার্নিচার তৈরির কাজ করেন।

সকালে লালমিয়া দোকানে এলে বাড়ি থেকে তার স্ত্রী তাসলিমা খাতুনও দোকানে আসে। বিকেলে তার ছেলে বাড়িতে এসে বাবা-মা কাউকেই খুজে পায়না। অনেক খোঁজাখুজি পরে তাদের কাঠের দোকানে গেলে ঘরের ভিতর তার মা তাসলিমার মৃতদেহ দেখতে পায়। তখন সে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ এসে তার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এটি হত্যাকান্ড বলে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে।

ঝিনাইদহে সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে অস্ত্রসহ আটক ২

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি দল রবিবার (১২ অক্টোবর) রাত ২ টা থেকে ভোর সোয়া চারটা পর্যন্ত ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়ন এলাকায় এক যৌথ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে বিষয়খালী গ্রামের লতিফ মিয়ার ছেলে কালু (৪০) এবং সুলতান শেখের ছেলে বাদশা (৪৮) কে আটক করা হয়।

অভিযানের সময় ১টি ওয়ান শ্যুটার পিস্তল এবং ১টি শটগান উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদে কালু তার কাছে অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য থাকার কথা স্বীকার করে।

এ সময় আরও দুটি শটগান এমোনেশন, তিনটি ওয়ান স্যুটার এমোনেশন, তিনটি হাত বোমা ও ২ টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। আটক কালু তার

সহযোগী বাদশা-র সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করে। পরবর্তীতে যৌথ বাহিনী বাদশার বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করে। বাদশা পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ঘিরে ফেলা হয় এবং তাকেও আটক করা হয়। পরবর্তীতে আসামিদেরকে থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয় ।

ঝিনাইদহ সেনা ক্যাম্প কমান্ডার জানান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।

তিনি জানান, জনগণের আস্থা ও সহযোগিতা নিয়েই সেনাবাহিনী সমাজ থেকে অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূলে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই ধরনের অভিযান এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।